লিফলেট

ভেক্টর বোর্ন রোগ ও রোগ প্রতিরোধ

প্রচারে :

এন এস এস ইউনিটস (I, II,III & IV)

গড়বেতা কলেজ,

গড়বেতা , পশ্চিম মেদিনীপুর

ডেঙ্গু প্রতিরোধযোগ্য,

সচেতন হন এবং কিছু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাস–ঘটিত জ্বর এবং এডিস মশা এই রোগের বাহক।

কী করবেন

- জলের ট্যাঙ্ক, চৌবাচ্চা এবং বাড়ির সব জল ধরে রাখার পাত্র, প্রতি সপ্তাহে দুইবার খালি করে, ঘষেমেজে শুকিয়ে নিন এবং ভালো ভাবে ঢেকে রাখুন।
- এ সি মেশিন, এয়ার কুলার ইত্যাদিও সপ্তাহে দুইবার ভালো করে মুছে শুকিয়ে নিন।
- বাড়ির চারপাশের পরিবেশ, বাড়ি–সংলগ্ন নর্দমা পরিষ্কার রাখুন।
- বাড়ির ভিতরে বা আশেপাশে ফেলে রাখা ডিম ও ডাবের খোলা, ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কাপ/ থার্মোকলের থালা–বাটি / মাটির ভাঁড়, আবর্জনা ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করুন ও নির্দিষ্ট জায়গায় জঞ্জাল ফেলুন।
- মশার কামড় এড়াতে গা–ঢাকা হালকা রঙের পোশাক পরুন।
- দরজা–জানালায় মশা–প্রতিরোধক জাল লাগান।
- ঘরের ভিতরে রাখা ঝুলন্ত জিনিস, আসবাবপত্রের নীচের অংশ, ঘরের অন্ধকার কোণ পরিষ্কার রাখুন।
- ঘরে মশা তাড়ানোর ধূপ, ম্যাট, কয়েল বা মশানাশক তেল ব্যবহার করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলায় কামড়ায়। তাই রাতের পাশপাশি দিনের বেলাতেও, ঘুমোনোর সময় মশারি ব্যবহার করুন।
- ডেঙ্গু –আক্রান্ত এলাকায় জ্বরের রোগীকে অবশ্যই সব সময় মশারির মধ্যে রাখুন।
- জ্বর হলেই ডাক্তারের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা করান। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ওষুধ খাবেন না। সঙ্গে বেশি করে জল ও তরলজাতীয় খাবার খান। ডেঙ্গু-নির্ণয়ের জন্য এলাইজা পদ্ধতিই সঠিক পরীক্ষা।

কী করবেন না

- ডেঙ্গু–বাহক এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার জমা জলে জন্মায়। তাই গবাদিপশু ও পোষা পাখির জল খাওয়ার পাত্র, ফুলের টব, পুরনো টায়ার, পরিত্যক্ত ব্যাটারির সেল, পিচের ড্রাম, বাড়ির আশপাশে থাকা খানাখন্দে বর্ষাকালে জল জমতে দেবেন না।
- জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন জাতীয় ব্যথানিরোধক ওষুধ খাবেন না।
- অযথা আতঙ্কিত হবেন না। অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগীই সময়মতো সাধারণ চিকিৎসায় সেরে যায়।

সরকারী হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরের রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ **বিনামূল্যে** পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত
মুদ্রক : সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

ডেঙ্গু সতর্কতা

এই ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে দেরী না করে হাসপাতালে আসতে হবে

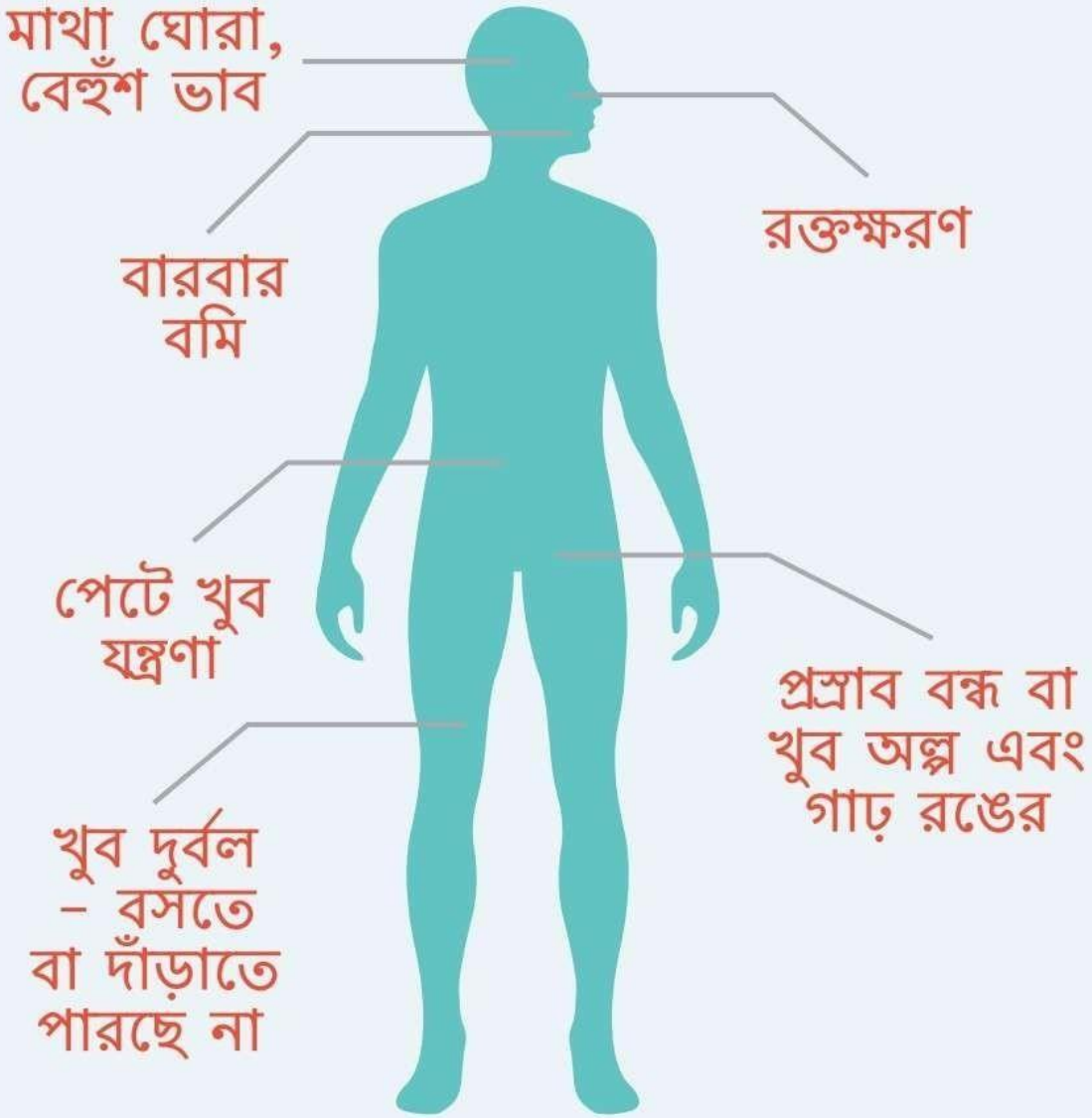

ডাক্তারবাবুর পরামর্শে অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী বাড়িতে বিশ্রামে থেকেই সুস্থ হয়ে যান

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডেঙ্গু সতর্কতা

পরামর্শ

1. পরিবেশ জঞ্জাল মুক্ত করুন

2. জমিয়ে রাখা জল সপ্তাহে ২ বার খালি করে দিন

3. খোলা পাত্রে জল জমতে দেবেন না

4. মশারির মধ্যে ঘুমান

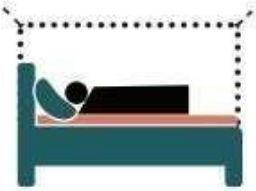

5. যতটা সম্ভব শরীর ঢাকা পোশাক পরুন

- ডেঙ্গু একটি ভাইরাস-জনিত অসুখ যা মশার কামড়ের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।
- ডেঙ্গুতে সাধারণ ফ্লু-জ্বরের মতোই উপসর্গ হয়। তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জটিল আকার নিতে পারে।
- সংক্রামিত ব্যাক্তির দেহ থেকে ডেঙ্গুর ভাইরাস মশার দেহে যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

NATIONAL HEALTH MISSION
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিজেকে, আপনার পরিবার ও প্রতিবেশীকে রক্ষা করুন

- ম্যালেরিয়ার কারণ রক্তের এক পরজীবি (প্রোটোজোয়া)।
- সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে।

ম্যালেরিয়াকে উপেক্ষা করবেন না – এটি বিপজ্জনক হতে পারে
ভয় পাবেন না, এটি সহজ নিরাময় যোগ্য রোগ

যদি জ্বর হয় তাকে ম্যালেরিয়াই সন্দেহ করুন

- সমস্ত সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল স্বাস্থকেন্দ্রে, ম্যালেরিয়া ক্লিনিকগুলিতে, ডিস্ট্রিক্ট / সাব ডিভিশন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে, উপস্বাস্থকেন্দ্রে, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ভ্রাম্যমান চিকিসাকেন্দ্রে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা ও ঔষধ দেবার ব্যবস্থা আছে।

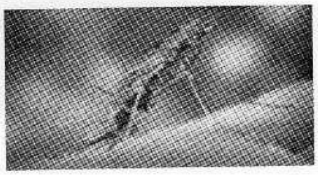

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচান

আপনি যদি গ্রামে থাকেন

- আপনার জ্বর হলে, সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী (এ.এন.এম., ASHA) অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
- ঘরের ভিতরে বা বাইরে সব সময়ে মশারি টাঙিয়ে শোবেন। আপনার মসারির ছেঁড়া অংশগুলো সেলাই করে নিন কিংবা, সম্ভব হলে সেটি পাল্টে ফেলুন। সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঘন মশারী কিনুন।
- কোথাও পাঁচ দিনের বেশী জল জ মিয়ে রাখবেন না।
- আপনার বাড়িতে স্প্রে টিম এলে, আপনার সমস্ত ঘর ও বারান্দায় কীটনাশক স্প্রে করিয়ে নিন।

আপনি শহরে / নগরে থাকলে

- ম্যালেরিয়া পরজীবীর জন্য অবিলম্বে আপনার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন এবং ওষুধ খান। সমস্ত সরকারী / পৌর ক্লিনিক ও হাসপাতালেই বিনামূল্যে সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়।
- একটি দিন ঠিক করুন যেদিন সমস্ত জলধার থেকে জল খালি করে সেগুলিকে শুকনো করে ফেলবেন।
- আপনার এলাকায় জল জমতে দেবেন না – মিউনিসিপ্যাল / কর্পোরেশন কর্মীদের খবর দিন।
- সব সময়েই মশারির ভিতরে ঘুমোন। মশা তাড়ানো ধূপ, কয়েল, তেল, ম্যাট ও নিমপাতার ধোঁয়া ব্যবহার করুন।
- স্বাস্থকর্মীরা আপনার বাড়িতে এলে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

সিভিল নির্মাণকার্যের কর্মীদের প্রতি বিশেষ নজর দিন।

মনে রাখবেন ম্যালেরিয়া অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়।

- আপনার নির্মাণস্থলে দীর্ঘ সময় ধরে জল জমাবেন না। যদি অত্যাবশক হয় সেই জল কীটনাশক (অ্যাবেট, বেটেক্স, বায়োসাইড ইত্যাদি) ছড়ান কিংবা লার্ভাভোজী, গম্বুসিয়া, গাপ্পি, তেলাপিয়া, ল্যাঠা মাছ চাষ করুন। মিউনিসিপ্যাল / কর্পোরেশন কর্মীদের সাহায্য নিন।
- ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকাগুলি থেকে আপনার কারখানা / নির্মাণস্থলে আগত মরসুমী শ্রমিকদের থেকে ম্যালেরিয়া জীবাণু দূর করুন। সাহায্যের জন্য ব্লক স্বাস্থকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অযথা আতঙ্কিত হবেন না। সাবধান হোন। সচেতনতাই প্রতিরোধের উপায়।
মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সমস্ত পদ্ধতিগুলির উপর বিশেষ নজর দিতে হইবে।

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর কর্তৃক প্রচারিত।

স্ক্রাব টাইফাস
সম্পর্কে জানুন

রোগের লক্ষণ :

৫-৭ দিন ধরে জ্বর, সঙ্গে গা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, গায়ে লাল র‍্যাশ, মাইটের কামড়ের জায়গায় ঘা। কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, রক্তপাত বা জ্ঞান হারানো ।

কিভাবে ছড়ায় :

এই রোগের জীবাণু ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর দেহে থাকে। মাইট নামক অতি ক্ষুদ্র একরকম কীটের লার্ভা, যা খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না, তার কামড়ে ইঁদুর থেকে জীবাণু মানুষের দেহে আসে।

রোগ নির্ণয় :

জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে রক্ত পরীক্ষা করান। নির্দিষ্ট কিছু সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

চিকিৎসা :

সুলভ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক সময়ে প্রয়োগ করে এই রোগের নিরাময় করা যায়। এই ওষুধ সকল সরকারী হাসপাতালে পাওয়া যায়।

স্ক্রাব টাইফাস সংক্রমণ এড়াতে আপনার করণীয় :

১। ইঁদুরের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করুন।
২। নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া যেখানে সেখানে আর্বজনা ফেলবেন না।
৩। বাড়ীর চারপাশ ঝোপঝাড় ও আগাছা মুক্ত রাখুন।
৪। ঝোপঝাড় বা জঙ্গলে ভরা জায়গা বা চা বাগান থেকে ফেরার পর জামাকাপড় ভাল করে ঝেড়ে গরম জলে কেচে নিন এবং ভাল করে গা-হাত-পা ঘষে স্নান করুন।
৬। পা-ঢাকা জুতো পরে চাষের জমিতে বা মাঠে হাঁটবেন।
৭। শৌচালয় ছাড়া বাইরে মলত্যাগ করবেন না।

অযথা আতঙ্কিত হবেন না। স্ক্রাব টাইফাস সম্পর্কে জানুন এবং সঠিক ব্যবস্থা নিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত ।

৬। পোকা মাকড় সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ প্রতি বছর সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ কোন না কোন পোকা মাকড় বাহিত রোগে ভোগেন। যে পোকা মাকড়গুলি রোগ জীবাণু বহন করে তাদের 'ভেক্টর' বলে। সব থেকে মারাত্মক 'ভেক্টর' হল মশা।

৭। মশা কি কি রোগ ছড়ায়?

উঃ ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়াসিস্, ডেঙ্গু, জাপানীজ এনসেফালাইটিস, চিকুনগুনিয়া, জিকা, ইয়েলো ফিভার, ওয়েস্ট নাইল ফিভার প্রভৃতি।

৮। কত উচ্চতায় মশা পাওয়া যায়?

উঃ হিমালয়ের উপরে ৩৬০০-৫০০০ মিটার উচ্চতায় যেমন দার্জিলিং শহরে মশা পাওয়া যায় আবার পৃথিবী পৃষ্ঠের ১১৫৭ ফুট নীচে কোলারের স্বর্ণ খনিতেও মশা পাওয়া যায়।

৯। মশার জীবনচক্রে কয়টি দশা?

উঃ চারটি দশা। ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ মশা।

১০। মশার জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে কত দিন সময় লাগে?

উঃ গরম ও বর্ষাকালে মোটামুটি ৭-১০ দিন এবং শীতকালে মোটামুটি ১২-১৫ দিন।

১১। মশা কি খায়?

উঃ স্ত্রী ও পুরুষ মশা উভয়ই গাছ, পাতা ও ফলের রস খায়। এর মধ্যে শুধু স্ত্রী মশা বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত খায়। শুধুমাত্র স্ত্রী মশার মুখ উপাঙ্গ চামড়া কেটে রক্ত খাওয়ার উপযোগী।

চিত্র : মশার জীবনচক্র

১২। পৃথিবীতে মোট কত প্রজাতির মশা আছে?

উঃ মোট ৩৪ টি গণের (Genus) অন্তর্গত ৪৫০০ প্রজাতি (Species) পাওয়া যায়।

১৩। সব প্রজাতির মশা কি রোগ বাহক? মশা কামড়ালেই কী রোগ হয়?

উঃ না, সব প্রজাতিই রোগ বাহক নয়। শুধুমাত্র রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রামিত মশা রোগ ছড়ায়।

১৪। সব প্রজাতির স্ত্রী মশা কি মানুষের রক্ত খায়?

উঃ না, স্বল্প কিছু প্রজাতির স্ত্রী মশা মানুষের রক্ত খায়। যারা মানুষের রক্ত খায় তারাই শুধু মানুষের রোগ ছড়ায়। বাকীরা মানুষ বাদ দিয়ে অন্য প্রাণীর যেমন—গরু, মোষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল, পাখি, বানর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির রক্ত খায় এবং তাদের রোগ ছড়াতে পারে।

১৫। স্ত্রী মশা রক্ত খায় কেন?

উঃ এটি এদের একটি অভিযোজন। রক্তের মধ্যে উপস্থিত কিছু প্রোটিন ও ভিটামিন স্ত্রী মশার ডিম্বানুকে পুষ্ট ও পরিণত হতে সাহায্য করে।

১৬। শরীরের কোন অংশে মশা বেশী কামড়ায়?

উঃ শরীরের সব অংশে মশা কামড়াতে পারে, তবে পরীক্ষায় দেখা গেছে ওরা মানুষের পায়ের দিকে বেশি কামড়ায়।

১৭। পুরুষ ও স্ত্রী মশা কিভাবে সহজে আলাদা করা যায়?

উঃ স্ত্রী মশার শুঙ্গতে (Antenna) খুব কম সংখ্যায় ছোট ছোট রোম (Hair) থাকে। পুরুষ মশার শুঙ্গতে অনেক বেশি সংখ্যায় বড় বড় রোম থাকে। পুরুষ মশার পেট অপেক্ষাকৃত সরু।

১৮। রক্ত খাবার কদিন পর মশা ডিম পাড়ে?

উঃ মোটামুটি ৩-৪ দিন।

১৯। মশা কতদিন বাঁচে?

উঃ সঠিক ভাবে জানা নেই তবে প্রকৃতিতে মোটামুটি ২০-২৫ দিন বাঁচে। পরিবেশ অনুকূল থাকলে আরও বেশি দিন বাঁচতে পারে।

২০। দিন দিন মশা বাড়ার কারণ কি?

উঃ অপরিকল্পিত যথেচ্ছ নগরায়ণ এবং মশা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও সচেতনতার অভাব মশা বাড়ার প্রধান কারণ।

২১। মশা কোথায় জন্মায়?

উঃ মশা জলে জন্মায়। অর্থাৎ জলে ডিম পাড়ে। সেখানেই ডিম থেকে লার্ভা হয়, লার্ভা থেকে পিউপা হয়। তারপর পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা বের হয়ে জল থেকে উড়ে যায়।

২২। মশা কি শুধু স্বাদু জলে জন্মায়?

উঃ বেশিরভাগ প্রজাতি স্বাদু জলে জন্মায় [illegible] প্রজাতি স্বল্প নোনা জলেও জন্মায়।

২৩। পূর্ণাঙ্গ মশা অবসর সময়ে (অর্থা [illegible] বং [illegible] বিশ্রাম নেয়?

7-8 / 15

উঃ মশা কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ, [illegible] জঙ্গল সব[illegible]

mental Management/Manipulation) এবং জৈব নিয়ন্ত্রণ (Biological control)।

৮৪। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

উঃ ক) ছোট ছোট খানা খন্দ যেখানে অল্প জল জমে সেগুলো বুজিয়ে ফেলতে হবে।

খ) ড্রেন সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে জল জমে না থেকে বয়ে যায়। বড় শহরে ম্যানহোলের ঢাকা সর্বদা বন্ধ রাখতে হবে। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ও আবর্জনা ড্রেন-এ ফেলা যাবে না।

গ) সমস্ত জলাশয় থেকে যে কোন উপায়ে পানা জাতীয় উদ্ভিদ পরিষ্কার করা দরকার। জলাশয়ে জায়ান্ট গোরামি এবং গ্রাস কার্প জাতীয় মাছ পালন করতে হবে। এই মাছগুলি পানা জাতীয় উদ্ভিদ খেয়ে জলাশয় পরিষ্কার করে।

ঘ) গাছের সমস্ত কোটর ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে ফেলতে হবে।

ঙ) বাড়ীর সমস্ত চৌবাচ্চা প্রতি ৭ দিন অন্তর খালি করে পরিষ্কার করতে হবে।

চ) ছাদের জলের চৌবাচ্চা সর্বদা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে।

ছ) বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটবার সময় সর্বদা বাঁশের ঠিক একটি পর্বের উপরে কাটতে হবে। কখনই পর্বের নীচে কাটা যাবে না। পর্বের নীচে কাটলে বাঁশের মধ্যে সরু গর্তে জমা জলে ঈডিশ মশা জন্মাবে।

জ) খোলা জায়গা থেকে ডাবের খোলা, প্লাস্টিক বা রাবারের জুতো, অব্যবহৃত ছোট ছোট পাত্র, অব্যবহৃত টায়ার, ভাঙ্গা মিষ্টির হাঁড়ি বা মাটির পাত্র, টিনের পাত্র, প্লাস্টিকের পাত্র, আইস্ক্রিম বা চা এর প্লাস্টিকের পাত্র, শামুকের পুরোনো খোল ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।

ঝ) গরুর জল খাওয়ার পাত্র খোলা রাখা যাবে না। ঢেকে রাখতে হবে।

ঞ) বাড়ীতে মানিপ্ল্যান্ট বা ফরচুন প্ল্যান্ট থাকলে, পাত্রের জল ৭ দিন অন্তর পাল্টে দিতে হবে।

ট) ফুলদানীর জল এবং বাড়ীতে গাছের টবে জল জমলে ঘন ঘন সেই জল গড়িয়ে ফেলে দিতে হবে।

ঠ) রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনারের নিচের ট্রে থেকে ঘন ঘন জল ফেলে দিতে হবে।

ড) বাড়ীর ছাদে কোথাও যেন জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঢ) বড় পাথরের উপর কোন গর্ত থাকলে তা সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

ণ) কলা গাছ এবং আনারস গাছের পাতার গোড়ায় (Axil) জমা জলে *ঈডিশ* মশা জন্মায়। বাড়ির আশেপাশে কলা ও আনারস গাছ না থাকাই ভালো।

ত) ছুটিতে বাইরে গেলে অবশ্যই কমোডের ঢাকা বন্ধ করে যেতে হবে।

থ) *আর্মিজেরিস*-এর কামড় থেকে বাঁচতে পায়খানার গ্যাস পাইপের মাথায় মশারির জাল লাগাতে হবে।

দ) খালের ধার থেকে (যেমন কোলকাতার বাগজলা ও কেষ্টপুর খালের দুই ধার থেকে) সমস্ত আগাছা (যেমন কচু বা হোগলা জাতীয় আগাছা, কচুরীপানা) পরিষ্কার করে ফেলতে হবে তাহলে খালের ধারে আগাছার গোড়ায় জমে থাকা বদ্ধ জলে মশা জন্মাতে পারবে না এবং আগাছার গায়ে বসে বিশ্রাম নিতে পারবে না।

ধ) পাকা বাড়ি তৈরি করার সময় ইট ভেজাবার জন্য চৌবাচ্চা তৈরি করা হয়। বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হলে চৌবাচ্চাটি বুজিয়ে দিতে হবে। না হলে জল জমবে এবং মশা হবে।

ন) প্রমোটিং-এর জন্য কোনো বাড়ি ভাঙা হলে তার আনাচে কানাচে জল জমতে দেওয়া যাবে না।

৮৫। মশার জৈব নিয়ন্ত্রণ কি?

উঃ যে কোন প্রাণী যারা মশার লার্ভা খায় বা ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যবহার করে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করাকে মশার জৈব নিয়ন্ত্রণ বলে। এটি একটি প্রকৃতি বান্ধব উপায়।

৮৬। মশার জৈব নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায়গুলি কি কি?

উঃ ক) জলাশয়ে অর্থাৎ মশার জন্মস্থানে বিভিন্ন লার্ভা খাদক মাছ যেমন গাপ্পি, *গ্যাম্বুসিয়া*, তেচোখো ইত্যাদি ছাড়তে হবে। এই মাছগুলি পূর্ণাঙ্গ দশায় আকারে বেশ ছোট তবে প্রাণশক্তি খুব বেশি। এরা মোটামুটি অল্প নোংরা জলেও বাঁচে এবং বদ্ধ জলে বংশবৃদ্ধি করে। তেলাপিয়া এবং নাইলোটিকা প্রচুর মশার লার্ভা খায়। কিন্তু এরা যেহেতু ছোট ছোট মাছও খায়, উপরিউক্ত ছোট মাছগুলির সাথে এদের ছাড়া যাবে না।

খ) মন্দির বা অন্য স্থানে ফোয়ারার জলে অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সুদৃশ্য জলে বা রাজভবনের বা বিধানসভা ভবনের বাগানের সমস্ত জলাশয়ে গোল্ডফিস ছাড়তে হবে। এই মাছগুলি শোভা বর্ধন করে এবং প্রচুর মশার লার্ভা খায়।

গ) খুব নোংরা জলে যেখানে মাছ বাঁচে না সেখানে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর প্রয়োগ করতে হবে। এটি পাউডার অথবা দ্রবণ হিসাবে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার :

1. পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
2. প্রশ্নোত্তরে মশা ও অন্যান্য পোকামাকড় বাহিত রোগ ও প্রতিরোধ ড: গৌতম চন্দ্র